পরম গীত

১পরম গীত, যা সলোমনের লেখা।

আমাকে চুম্বন কর!

প্রেমিকা ২ তিনি নিজের শ্রীমুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন;
তোমার প্রেম-লীলা যে আঙুররসের চেয়েও মধুর!
৩ তোমার সুগন্ধি তেলের সুবাস উৎকৃষ্ট;
ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম;
এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসে।
৪ তোমার পিছু পিছু আমাকে আকর্ষণ কর! এসো, ছুটে যাই!
রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে প্রবেশ করিয়ে আনুন।

আমরা তোমাতে উল্লসিত ও আনন্দিত হব,
আঙুররসের চেয়েও তোমার প্রেমের গুণকীর্তন করব।
তোমাকে ভালবাসা সত্যি সমীচীন।

৫ হে যেরুসালেমের কন্যারা,
আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, কিন্তু সুন্দরী,
—কেদারের তাঁবুর মত, সাল্‌মার চাঁদোয়ার মত।
৬ আমি যে কৃষ্ণাঙ্গিনী, তা তোমরা লক্ষ করো না,
সূর্যই আমাকে কৃষ্ণবর্ণা করেছে।
আমার সহোদরেরা আমার উপর কুপিত হল,
আমাকে আঙুরখেতগুলোর রক্ষিকা করল;
আমার আঙুরখেত, যেটা আমার নিজের, তা আমি রক্ষা করিনি।
৭ আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে যে তুমি, আমাকে বল,
কোথায় তুমি পাল চরাবে?
মধ্যাহ্নে কোথায় পাল শুইয়ে রাখবে?
যেন তোমার সখাদের পালের পিছু পিছু
আমি মুখ-আবৃতা নারীর মত না হই।

দর্শকেরা ৮ নারীকুলে হে সুন্দরতমা! তুমি যদি না জান,
তবে পালের পদচিহ্ন ধরে চল,
রাখালদের তাঁবুগুলির কাছেই
তোমার ছোট্ট ছাগীদের চরাও।

প্রেমিক ৯ হে আমার সখী, ফারাওর রথের এক অশ্বিনীর সঙ্গেই
আমি তোমার তুলনা করছি:
১০ মাকড়ির মধ্যে তোমার মুখমণ্ডল,
রত্ন-ভূষণের মধ্যে তোমার গলদেশের, আহা কী শোভা!
১১ আমরা তোমার জন্য সোনার মাকড়ি তৈরি করব,

তা রুপোর দানায় দানায় অলঙ্কৃত হবে।

প্রেমিকা ১২ রাজা যখন উদ্যানে আছেন,
আমার জটামাংসীর সুবাস তখন ছড়িয়ে পড়ে।
১৩ আমার প্রেমিক আমার কাছে গন্ধনির্যাসে ভরা ক্ষুদ্র এক থলির মত,
যা আমার বুকের উপরে শায়িত।
১৪ আমার প্রেমিক আমার কাছে মেহেদি পুষ্পগুচ্ছের মত
এন্-গেদির সমস্ত আঙুরখেতের মধ্যে।

প্রেমিক ১৫ আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার! কেমন সুন্দরী তুমি!
তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ।

প্রেমিকা ১৬ আহা, তুমি কেমন সুন্দর, প্রেমিক আমার! আহা, কেমন মনোহর তুমি!
আমাদের পালঙ্ক সবুজবর্ণ।
১৭ এরসগাছ আমাদের গৃহের কড়িকাঠ,
দেবদারুগাছ আমাদের ছাদের বরগা।

২ আমি শারোনের গোলাপফুল,
উপত্যকার লিলিফুল।

প্রেমিক ২ যেমন কাঁটাবনের মধ্যে লিলিফুল,
তেমনি যুবতীদের মধ্যে আমার প্রেমিকা।

প্রেমিকা ৩ যেমন বনের গাছের মধ্যে আপেলগাছ,
তেমনি যুবকদের মধ্যে আমার প্রেমিক;
তার প্রীতিকর ছায়ায় আমি বসি;
তার ফল আমার মুখে মিষ্ট।
৪ তিনি আমাকে আঙুররস-কক্ষে নিয়ে গেছেন,
আমার উপরে ভালবাসাই তার ধ্বজ।
৫ তোমরা কিশমিশ দিয়ে আমাকে সুস্থির কর,
আপেল দিয়ে আমার প্রাণ জুড়াও,
আমি যে প্রেমপীড়িতা!
৬ তাঁর বাঁ হাত রয়েছে আমার মাথার নিচে,
তাঁর ডান হাত আলিঙ্গন করে আমায়।

প্রেমিক ৭ হে যেরুসালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
মৃগী ও বন্য হরিণীদের দিব্যি দিয়েই বলছি:
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না, যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!

প্রেমিকা ৮ আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;

গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
৯ আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত ;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।

প্রেমিক ১০ আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন ; আমাকে বলছেন :
‘ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী ! কাছে চলে এসো !
১১ কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
১২ মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
১৩ ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।
তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী ! কাছে চলে এসো !
১৪ হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,
আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর !
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।’
১৫ তোমরা আমাদের জন্য সেই শিয়ালদের,
ক্ষুদ্র সেই শিয়ালদের ধর,
যেগুলো যত আঙুরখেত নষ্ট করে ;
কারণ আমাদের সমস্ত আঙুরখেত মুকুলিত হয়েছে।

প্রেমিকা ১৬ আমার প্রেমিক আমারই, আর আমি তাঁরই :
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।
১৭ দিনের প্রথম বাতাস বওয়ার আগে,
যত ছায়া পালিয়ে যাওয়ার আগেই
ফিরে এসো, প্রেমিক আমার,
তুমি যে মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত
সেই বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণীর উপর !

আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে তাঁর অন্বেষণ করছি

৩ রাত্রিকালে আমি আমার শয্যায়,
আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করলাম ;
অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।

২ এবার উঠে আমি নগরীর চারদিকে ঘুরব,
গলিতে গলিতে, চত্বরে চত্বরে ঘুরব,
আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করব;
অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
৩ প্রহরীরা নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দেখতে পেল;
'আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তোমরা কি দেখেছ তাঁকে?'
৪ আমি তাদের পেরিয়ে যাচ্ছি,
এমন সময় তাঁকেই পেলাম, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে,
তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম, তাঁকে আর ছাড়বই না
যতক্ষণ না তাঁকে আমার মাতার ঘরে না আনি,
আমার জননীর কক্ষে না আনি।

প্রেমিক ৫ হে যেরুসালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
মৃগী ও বন্য হরিণীদের দিব্যি দিয়েই বলছি:
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না, যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

কবি ৬ গন্ধনির্যাস ও ধূপধুনোতে সুবাসিত হয়ে,
সবরকম সুগন্ধি দ্রব্যে সুরোভিত হয়ে,
ধোঁয়া-স্তম্ভের মত যিনি প্রান্তর থেকে এগিয়ে আসছেন,
তিনি কে?
৭ এই যে আসছে সলোমনের বাহন—
তার চারপাশে ষাটজন বীরপুরুষ,
ইস্রায়েলের সেরা বীরপুরুষ;
৮ ওরা সকলে দক্ষ খড়্গাধারী, সকলেই রণনিপুণ;
প্রত্যেকের কোমরে বাঁধা একটা খড়্গা,
ওরা রাত্রিকালের বিভীষিকার জন্য তৈরী।
৯ সলোমন রাজা নিজের বাহন তৈরি করালেন:
লেবাননের কাঠের তার স্তম্ভ,
১০ রুপোর তার তলদেশ,
সোনার তার আসন,
বেগুনি কাপড়ের তার অভ্যন্তর
—যেরুসালেমের কন্যারাই ভালবাসার সঙ্গে তা খচিত করল।
১১ হে সিয়োন কন্যারা, বেরিয়ে এসো,
সলোমন রাজাকে দেখতে এসো;
তিনি সেই মুকুটে ভূষিত,
যা তাঁর মা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন
তাঁর বিবাহের দিনে,
তাঁর মনের আনন্দের দিনে।

প্রেমিক

৪ আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার! কেমন সুন্দরী তুমি!
পরদার পিছনে তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ;
তোমার চুল ছাগপালের মত
যা গিলেয়াদ-পর্বত থেকে নেমে আসছে;
২ তোমার দাঁত লোমকাটা এমন মেষপালের মত
যা স্নান করে উঠে আসছে:
তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে,
একটাও সঙ্গীহীন নয়।
৩ তোমার ওষ্ঠ সিঁদুরলাল ফিতা স্বরূপ,
তোমার কথন মনোহর,
তোমার পরদার পিছনে
তোমার গাল দু'টো ডালিম-খণ্ডের মত,
৪ তোমার গলদেশ দাউদের সেই দুর্গের মত
যা নৈপুণ্যের সঙ্গে নির্মিত;
তার মধ্যে হাজার ঢাল টাঙানো,
—সবগুলো বীরপুরুষেরই ঢাল।
৫ তোমার কুচযুগল দু'টো হরিণশাবকের মত,
হরিণীর দু'টো যমজ শাবকের মত
যা লিলিফুলের মধ্যে চরে বেড়ায়।
৬ দিনের প্রথম বাতাস বওয়ার আগে,
যত ছায়া পালিয়ে যাওয়ার আগে
আমি গন্ধনির্যাসের পর্বতে যাব,
ধূপধুনোর উপপর্বতে যাব।
৭ সখী আমার, তুমি সুন্দরতমা,
তোমাতে কালিমা নেই।
৮ কনে আমার, আমার সঙ্গে লেবানন থেকে এসো;
আমারই সঙ্গে লেবানন থেকে এসো;
নেমে এসো আমানার পর্বতচূড়া থেকে,
সেনির ও হার্মোনের পর্বতচূড়া থেকে,
সিংহদের বাসস্থান থেকে,
চিতাবাঘের পাহাড়পর্বত থেকে।
৯ তুমি আমার মন হরণ করেছ,
বোন আমার, কনে আমার!
তুমি আমার মন হরণ করেছ
তোমার এক চাহনিতে,
তোমার মালার একটা রত্নায়।
১০ তোমার প্রেম কেমন মনোরম,
বোন আমার, কনে আমার!
তোমার প্রেম-লীলা আঙুররসের চেয়েও কতই না তৃপ্তিকর!

তোমার তেলের সুবাস
সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের চেয়েও কতই না উৎকৃষ্ট!
১১ কনে! তোমার ওষ্ঠ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বন্যমধু ঝরে পড়ে,
তোমার জিহ্বার তলে রয়েছে মধু ও দুধ;
তোমার পোশাকের সুগন্ধ লেবাননের সুগন্ধের মত।

১২ বোন আমার, কনে আমার, তুমি রুদ্ধ উদ্যান,
তুমি রুদ্ধ জলাশয়, সীলমোহর-যুক্ত নির্ঝর।
১৩ তোমার চারাগুলি একটা ডালিম-বাগান:
তার মধ্যে রয়েছে সুস্বাদু যত ফল,
জটামাংসীর সঙ্গে মেহেদিগাছ,
১৪ জটামাংসী ও কুঙ্কুম,
বচ, দারুচিনি ও সবরকম সুগন্ধি ধুনোগাছ,
গন্ধনির্যাস, অগুরু ও শ্রেষ্ঠ যত সুগন্ধির গাছ।

প্রেমিকা ১৫ তুমি যত উদ্যানের জল-সিঞ্চনকারী উৎস,
তুমি জীবন্ত জলের কূপ,
লেবানন থেকে উৎসারিত স্রোতোমালা।
১৬ হে উত্তরে বাতাস, জাগ;
হে দক্ষিণা বাতাস, তুমিও এসো!
আমার উদ্যানে বও,
উদ্যানের নানা সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ুক।
আমার প্রেমিক নিজের উদ্যানে আসুন,
তার সেরা ফল ভোগ করুন।

প্রেমিক

৫ বোন আমার, কনে আমার, আমি আমার উদ্যানে এসেছি!
আমার গন্ধনির্যাস ও সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করছি,
চাকসমেত আমার মধু চুষে খাচ্ছি,
আমার আঙুররস ও দুধ পান করছি।

কবি হে আমার সখাসকল! খাও, পান কর;
তৃপ্তির সঙ্গে পান কর, হে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকল!

এই যে, আমার প্রেমিক!

প্রেমিকা ২ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জেগে উঠল;
একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে;

(প্রেমিক) ‘দরজা খুলে দাও, বোন আমার,
সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার;
কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে,
আমার কেশরাশি রাত্রির জলবিন্দুতে।’

(প্রেমিকা) ৩ ‘আমি তো আমার পোশাক খুলে ফেলেছি,

কেমন করে তা আবার পরে নেব?
আমি তো পা ধুয়ে নিয়েছি,
কেমন করে তা আবার মলিন করব?’
৪ আমার প্রেমিক দরজার ছিদ্র দিয়ে হাত বাড়ালেন,
এতে আমার অন্তর শিহরে উঠল।
৫ আমি আমার প্রেমিকের জন্য দরজা খুলে দিতে উঠলাম;
আমার হাত বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ছিল,
আমার আঙুল বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ছিল
অর্গলের হাতলের উপর।
৬ আমি আমার প্রেমিকের জন্য দরজা খুলে দিলাম,
কিন্তু আমার প্রেমিক চলে গেছিলেন, আর ছিলেন না!
তাঁর অনুসরণে বেরিয়ে পড়ল আমার প্রাণ;
আমি তাঁর অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না;
আমি তাঁকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।
৭ প্রহরীরা নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দেখতে পেল,
তারা আমাকে আঘাত করল, ক্ষতবিক্ষত করল,
নগরপ্রাচীরের প্রহরী দল আমার আলোয়ান কেড়ে নিল।
৮ হে যেরুসালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি:
যদি আমার প্রেমিকের দেখা পাও,
তাঁকে তোমরা কী বলবে?
বলবে যে, আমি প্রেমপীড়িতা।

দর্শকেরা ৯ অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে তোমার প্রেমিকের বিশেষত্ব কী আছে,
নারীকুলে হে সুন্দরতমা?
অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে তোমার প্রেমিকের বিশেষত্ব কী আছে যে,
তুমি আমাদের তেমন দিব্যি দিয়ে শপথ করাচ্ছ?

প্রেমিকা ১০ আমার প্রেমিক গৌরাঙ্গ ও রক্তবর্ণ;
দশ সহস্রজনের মধ্যেও তিনি বিশিষ্ট:
১১ তাঁর মাথা সোনা, খাঁটিই সোনা,
তাঁর কোঁকড়া চুল খেজুরগুচ্ছ স্বরূপ,
দাঁড়কাকের মত কালো,
১২ তাঁর চোখ দু’টো
জলস্রোতের মধ্যে কপোতের মত, যা দুধে স্নাত,
যা জলের ফোয়ারার কিনারায় আসীন।
১৩ তাঁর গাল উদ্ভিদ-বাগিচার মত,
যা সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়;
তাঁর ওষ্ঠ লিলিফুলের মত,
যা বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ে।

১৪ তাঁর হাত তার্সিসের মণিমুক্তায় খচিত সোনার আঙটি স্বরূপ,
তাঁর বুক নীলকান্তমণিতে খচিত গজদন্তময় কারুকাজের মত,
১৫ তাঁর উরুত দু'টো খাঁটি সোনার ভিত্তিতে
বসানো শ্বেতপ্রস্তরময় স্তম্ভ দু'টো স্বরূপ,
তিনি লেবাননের মত দেখতে,
এরসগাছের মত উৎকৃষ্ট।
১৬ তাঁর মুখমণ্ডল মাধুর্যমণ্ডিত;
তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!
আহা, যেরুসালেমের কন্যারা,
তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা!

দর্শকেরা

৬ নারীকুলে হে সুন্দরতমা,
তোমার প্রেমিক কোথায় গিয়েছেন?
তোমার প্রেমিক কোন্ দিকের পথ ধরেছেন?
আমরা তোমার সঙ্গে তাঁর অন্বেষণ করব।

প্রেমিকা ২ আমার প্রেমিক তাঁর নিজের উদ্যানে,
সুগন্ধি উদ্ভিদ-বাগিচায় গিয়েছেন
উদ্যানে পাল চরাবার জন্য ও লিলিফুল তোলার জন্য।
৩ আমি আমার প্রেমিকেরই, আর আমার প্রেমিক আমারই;
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।

আহা, আমার সখী, তুমি সুন্দরী!

প্রেমিক ৪ আহা, আমার সখী, তুমি তির্সার মত সুন্দরী,
যেরুসালেমের মতই রূপবতী,
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর।
৫ আমা থেকে তোমার চোখ ফেরাও,
তোমার দৃষ্টি যে আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে!
তোমার চুল এমন ছাগপালের মত,
যা গিলেয়াদ-পর্বত থেকে নেমে আসছে;
৬ তোমার দাঁত মেষপালের মত যা স্নান করে উঠে আসছে:
তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে,
একটাও সঙ্গীহীন নয়।
৭ তোমার পরদার পিছনে
তোমার গাল দু'টো ডালিম-খণ্ডের মত।
৮ ষাটজন রানী আছেন,
আশিজন উপপত্নী আছেন,
অসংখ্য যুবতীও আছে।
৯ কিন্তু আমার কপোতী, আমার শুদ্ধমতী, সে তো অনন্যা!
সে তার মাতার একমাত্র কন্যা,

তার জননীর প্রিয়তমা ;
তাকে দেখে কন্যারা তাকে সুখী বলল,
রানীরা ও উপপত্নীরা তার প্রশংসাবাদ করলেন।

১০ ‘ইনি কে, যিনি উষারই মত উদীয়মান,
চন্দ্রেরই মত সুন্দরী,
সূর্যেরই মত উজ্জ্বল,
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর ?’

১১ আমি উপত্যকার নবজাত অঙ্কুর দেখতে,
আঙুরলতা পল্লবিত হচ্ছে কিনা, তা দেখতে,
ডালিমগাছের ফুল ফুটছে কিনা, তা দেখতে
সুপারি-বাগানে নেমে গেলাম।

প্রেমিকা ১২ আমি আমার প্রাণ আর চিনতে পারছি না ; তা আমাকে ভীতই করছে,
যদিও আমি সম্ভ্রান্ত জাতির কন্যা।

দর্শকেরা

৭ মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও, হে সুলাম্মীয়া ;
মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও, যেন আমরা তোমাকে দেখতে পাই।

প্রেমিক তোমরা সেই সুলাম্মীয়াতে কী দেখছ,
সে যখন দুই দলের মধ্যে নাচে ?
২ হে সম্ভ্রান্ত কন্যা, পাদুকায় তোমার পা কেমন শোভা পায় !
তোমার আকর্ষণীয় উরুত দু’টো স্বর্ণালঙ্কারের মত,
যা নিপুণ শিল্পীর হাতে নির্মিত কারুকাজ ;
৩ তোমার নাভি এমন গোল বাটি স্বরূপ,
যার মধ্যে মেশানো আঙুররসের অভাব নেই ;
তোমার কোমর এমন গমরাশি স্বরূপ,
যার চারপাশ লিলিফুলে শোভিত।
৪ তোমার কুচযুগল দু’টো হরিণশাবকের মত,
হরিণীর দু’টো যমজ শাবকের মত ;
৫ তোমার গলদেশ গজদন্তময় মিনারের মত ;
তোমার চোখ দু’টো হেস্‌বোনের সেই ক্ষুদ্র হ্রদের মত,
যা বাত-রাব্বিম নগরদ্বারের কাছে অবস্থিত ;
তোমার নাক লেবাননের সেই মিনারের মত,
যা দামাস্কাসের দিকে প্রহরীরূপে স্থিত।
৬ তোমার দেহের উপরে তোমার মাথা কার্মেলের মত উন্নীত,
তোমার মাথার চুল বেগুনি কাপড়ের মত,
তোমার কেশরাশির তরঙ্গে রাজা বন্দি হয়ে আছেন।
৭ হে ভালবাসার পাত্রী, নানা আমোদের মধ্যে
তুমি কেমন সুন্দরী ও মনোহরা !
৮ তুমি খেজুরগাছের মত উচ্চ ;

তোমার কুচযুগল আঙুরগুচ্ছের মত।
৯ আমি বললাম, 'আমি সেই খেজুরগাছে উঠব,
আমি তার ফলগুচ্ছ ধরব;'
তোমার কুচযুগল হোক আঙুরগুচ্ছের মত,
তোমার শ্বাসের আঘ্রাণ হোক আপেলের আঘ্রাণের মত;
১০ তোমার মুখের তালু হোক এমন উত্তম আঙুররসের মত,
যা সরাসরি আমার প্রেমিকের দিকে বয়ে যায়,
যা নিদ্রাগতদের ওষ্ঠ বেয়ে ঝরে পড়ে।

আমি আমার প্রেমিকেরই

প্রেমিকা ১১ আমি আমার প্রেমিকেরই,
তাঁর বাসনা আমারই প্রতি।
১২ প্রেমিক আমার, এসো, মাঠে যাই,
গ্রামাঞ্চলে রাত্রিযাপন করব।
১৩ চল, প্রত্যূষে উঠে আঙুরখেতে যাই;
দেখি, আঙুরলতা পল্লবিত হয়েছে কিনা,
তাতে মুকুল ধরেছে কিনা,
ডালিমগাছের ফুল ফুটেছে কিনা;
সেইখানে তোমাকে আমার প্রেম নিবেদন করব।
১৪ প্রেমফল সুবাস ছড়াচ্ছে;
আমাদের দ্বারে দ্বারে রয়েছে
নবীন ও পুরাতন সবরকম উত্তম উত্তম ফল;
প্রেমিক আমার, তা আমি তোমারই জন্য গচ্ছিত রেখেছি।

৮ ১ আহা, তুমি যদি আমার সহোদর হতে,
আমার মাতার বুক যাকে লালন করেছে!
তবে তোমাকে বাইরে পেয়ে চুম্বন করতাম,
আর কেউই আমাকে তুচ্ছ করত না।
২ আমি তোমাকে পথ দেখাতাম,
আমার মাতার ঘরে নিয়ে যেতাম,
আর তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করতে,
আমি তোমাকে সুগন্ধী-মেশানো আঙুররস পান করাতাম,
আমার ডালিমের মিষ্ট রস পান করাতাম!
৩ তাঁর বাঁ হাত রয়েছে আমার মাথার নিচে,
তাঁর ডান হাত আলিঙ্গন করে আমায়।

প্রেমিক ৪ হে যেরুসালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না, যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান

দর্শকেরা ৫ নিজের প্রেমিকের উপর ভর দিয়ে
প্রান্তর থেকে এগিয়ে আসছে, সে কে?

প্রেমিকা আমি আপেলগাছের তলায় তোমাকে জাগিয়ে তুললাম,
সেইখানে তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিলেন,
সেইখানে তোমার জননী তোমাকে প্রসব করেছিলেন।
৬ তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর,
সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর ;
কেননা প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান ;
উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর,
তার শিখা আগুনের শিখা,
তা ঐশাগ্নির ঝলক!
৭ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না,
নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে ;
প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত,
তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।
৮ আমাদের ছোট্ট একটি বোন আছে,
তার বুক এখনও হয়নি ;
যেদিন তার বিষয়ে প্রস্তাব হবে,
সেদিন আমাদের বোনের জন্য আমরা কী করব?
৯ সে একটা গড় হলে
তার ছাদে আমরা একটা রুপোর প্রাকার গাঁথব ;
সে একটা তোরণ হলে
আমরা তাকে এরসগাছের তক্তা দিয়ে ঘিরে রাখব।

প্রেমিকা ১০ আমি তো গড়,
এবং আমার কুচযুগল হল তার উচ্চ মিনার ;
তেমনই আমি তাঁর চোখে শান্তিমন্ডিতা হলাম।

প্রেমিক ১১ বায়াল-হামোনে সলোমনের একটা আঙুরখেত ছিল,
তিনি তা কৃষকদের হাতে ইজারা দিলেন ;
ফসলের মূল্য হিসাবে প্রত্যেকের এক এক হাজার রুপোর মুদ্রা দেওয়ার কথা।
১২ আমার নিজের আঙুরখেত কিন্তু আমারই হাতে ;
হে সলোমন, দশ হাজার মুদ্রা হোক তোমার জন্য,
আর দু'শো মুদ্রা হোক সেই কৃষকদের জন্য।

১৩ হে তুমি, উদ্যানেই যার বাস,
বন্ধুরা তোমার কণ্ঠ শুনবার জন্য কান পেতে আছে ;
আমাকে একথা শুনতে দাও :

(প্রেমিকা) ১৪ 'প্রেমিক আমার, পালিয়ে যাও,

মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত হও
সুগন্ধময় পর্বতশ্রেণীর উপর !’